কালের কণ্ঠ

পবার দারুসা কলেজ

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে অস্ত্র ঠেকিয়ে বরখাস্ত অধ্যক্ষ দায়িত্বে!

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহীর পবা উপজেলার দারুসা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আশরাফ আলীকে অস্ত্র ঠেকিয়ে বরখাস্ত হওয়া অধ্যক্ষ আব্দুল মান্নান দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার সকালে এ ঘটনা ঘটেছে উল্লেখ করে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পবা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আশরাফ আলীর অভিযোগ–অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, কলেজের অর্থ আত্মসাৎ, জালিয়াতির মাধ্যমে নিজ স্ত্রীকে চাকরি দেওয়াসহ বিভিন্ন অভিযোগে দারুসা কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল মান্নানকে বরখাস্ত করা হয়। জেলা প্রশাসকের নির্দেশে কলেজ পরিচালনা পরিষদ ২০০৯ সালে তাঁকে বরখাস্ত করে। এরপর রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডও অধ্যক্ষ আব্দুল মান্নানকে বরখাস্তের বিষয়টি অনুমোদন দেয়। এই বরখাস্তের প্রতিবাদে অধ্যক্ষ আব্দুল মান্নান উচ্চ আদালতে সম্প্রতি রিট করেন। তবে মামলাটি এখনো বিচারাধীন। এরই মধ্যে গতকাল সকালে তিনি দলবল নিয়ে কলেজে গিয়ে জোরপূর্বক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কাছ থেকে অফিসকক্ষের চাবি কেড়ে নেন।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জানান, চাবি কেড়ে নেওয়ার পর তিনি কলেজ থেকে দারুসা বাজার হয়ে কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতির কাছে যাচ্ছিলেন। তখন বাজারের মধ্যে আব্দুল মান্নানের ভাই আবুল কালাম আজাদসহ আরো কয়েকজন তাঁর পথরোধ করে একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে যান। এরপর ওই ঘরের মধ্যে আটকে রেখে অস্ত্রের মুখে আব্দুল মান্নানের কাছে দায়িত্বভার হস্তান্তরের একটি কাগজে তাঁর সই নেওয়া হয়।

আশরাফ আলী বলেন, 'ওই কাগজে সই না করলে তারা আমাকে প্রাণে মেরে ফেলত। তাই কোনো উপায় না দেখে তাতে সই করি। তবে এর আগেই আব্দুল মান্নান জোর করে অফিস দখল করে নিয়েছেন।'

কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'জোর করে দায়িত্বভার গ্রহণের বিষয়টি আমরা শুনেছি। এ নিয়ে পরে পদক্ষেপের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানানো হয়েছে। তিনি যে পরামর্শ দেবেন, সেটিই পরে বাস্তবায়ন করা হবে।'

তবে জোর করে ক্ষমতা গ্রহণের কথা অস্বীকার করে আব্দুল মান্নান বলেন, 'নিয়মমতো যেভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়, সেটিই করা হয়েছে। এখানে কাউকে জোর করা হয়নি। তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন।' চাকরিচ্যুত হওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমাকে নিয়ম লঙ্ঘন করে ওই সময় চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল। এখন সেটি ফিরে পেয়েছি।'